৪

মুদ্রাস্ফীতি
(Inflation)

★ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ★

যদি দেশের সাধারণ দামস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাহলে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণ অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। মুদ্রাস্ফীতি কেন দেখা দেয় সে সম্পর্কে দুটি প্রধান তত্ত্ব আছে ঃ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি। এই দুটি তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হবে। কীভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন ফলাফল নিয়ে আমরা আলোচনা করব। মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা মুদ্রা সংকোচন। প্রসঙ্গত মুদ্রা সংকোচনের ফলাফল এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনের মধ্যে তুলনা নিয়েও আমরা আলোচনা করব।

৪.১. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে?
(What is Inflation?)

বাংলায় মুদ্রাস্ফীতি কথাটি ইংরাজি Inflation শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আক্ষরিক অর্থে মুদ্রাস্ফীতি বলতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল যে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই দামস্তর বাড়তে থাকে। সেজন্য প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা দামস্তর বাড়াকেই মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই যে সকল সময়ে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেটি দ্রব্য সামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করবে। **মুদ্রাস্ফীতি বলতে আমরা এমন একটি অবস্থাকে বুঝি যখন অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রীর দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে** (By inflation we mean a situation of generally rising prices of goods and factors of production)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে যদি জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি হয় কিন্তু যদি দাম আর না বাড়ে, অর্থাৎ দাম যদি স্থির থাকে তাহলে কিন্তু তাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি না। মুদ্রাস্ফীতির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময়ে যে দাম বৃদ্ধি ঘটে থাকে সেই দাম বৃদ্ধি একটি সাময়িক বা স্বল্পকালীন ঘটনা নয়। এই দামবৃদ্ধি একটি স্থায়ী ঘটনা। আমরা জানি যে যদি কোন দ্রব্যের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হয় তাহলে সেই দ্রব্যের দাম বাড়ে। দাম বেড়ে এমন একটি স্তরে পৌঁছায় যখন ঐ দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগান সমান হয়। তখন দাম আর বাড়ে না। এই ধরনের দামবৃদ্ধিকে তাহলে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি না। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি থামে না। **কাজেই মুদ্রাস্ফীতি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দামস্তর ক্রমাগত বেড়ে চলে** (Inflation is a process of rising prices)। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি একটি গতিশীল ব্যাপার। যখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তখন দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। কাজেই তখন সমগ্র অর্থনীতিতে বা দামস্তরে একটি ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যায়।

৪.২. মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ
(Different types of Inflation)

মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই রকম কয়েক প্রকার মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখ আমরা করতে পারি।

প্রথমত, আমরা পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্ধ মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে একটি পার্থক্য করতে পারি। দেশে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রয়েছে তখন দ্রব্য এবং সেবার যোগান স্থির থাকে। সেই অবস্থায় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অন্যদিকে দেশে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান আসেনি সেরূপ অবস্থায় যদি কোন উৎপাদনের উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় এবং তার প্রভাবে যদি দামস্তর বাড়তে থাকে তাহলে তাকে অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি (Semi-inflation) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, মুক্ত বা অবাধ মুদ্রাস্ফীতি (Open inflation) এবং **দমিত মুদ্রাস্ফীতি** (Suppressed inflation) **এর মধ্যে আমরা একটি পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।** যদি দামস্তর অবাধে বাড়তে পারে এবং দামস্তর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকার কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি বা অবাধ মুদ্রাস্ফীতি (Open inflation) বলে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যদি দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদার উপর নানারূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন, কিংবা যদি সরকার দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, র‍্যাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তন করেন তাহলে সেই অবস্থায় যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে দমিত মুদ্রাস্ফীতি (Suppressed inflation) বলে। দমিত মুদ্রাস্ফীতির সময়ে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্রব্যগুলির দাম বাড়তে পারে না। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যগুলির দাম অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতিকে মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি (Mild inflation) অথবা দ্রুতগতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি (Hyper inflation) **এই দুরকম ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।** যদি দামস্তর মৃদু গতিতে বাড়তে থাকে তাহলে তাকে মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি বলে। অন্যদিকে যদি দামস্তর দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে তাহলে তাকে দ্রুত গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অবশ্য দামবৃদ্ধির শতকরা হার কত কম হলে মুদ্রাস্ফীতিটি মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে পরিগণিত হবে এবং কত বেশি হলে এটি দ্রুত গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে পরিগণিত হবে সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে সাধারণভাবে যদি দামস্তর বৃদ্ধির হার 10% এর কম হয় তাহলে একে মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি বলা যেতে পারে। আর যদি দামস্তর বৃদ্ধির হার 10% অথবা তার বেশি হয় তাহলে একে দ্রুত গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি বলা যেতে পারে।

চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতিকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand inflation) **এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি** (Cost inflation) **এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।** দেশে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু যোগান যদি স্থির থাকে তখন যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অন্যদিকে উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয় যদি বৃদ্ধি পায় তার প্রভাবে যে দাম বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

৪.৪ মুদ্রাস্ফীতির কারণ
(Causes of Inflation)

দ্রব্য সামগ্রীর দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকলে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতি কেন দেখা দেয় এ সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে শুধুমাত্র অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাহায্যে প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছিলেন যে কোন দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকা অবস্থায় অর্থের যোগান যদি বাড়ে তাহলে দামস্তর বাড়বে এবং অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও ঠিক সেই হারেই বাড়বে। প্রাচীন তত্ত্বের প্রধান অসুবিধা এই যে এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দ্রব্য সামগ্রীর যোগান বাড়ে না। আরও ধরা হয় যে অর্থের প্রচলন বেগ সব সময়ে স্থির আছে এবং অর্থ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। এই অনুমানগুলি অবাস্তব। যে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা এখনও আসেনি সেই দেশে পূর্ণ নিয়োগের আগেই দামস্তর কেন বাড়ে তার ব্যাখ্যা প্রাচীন তত্ত্ব থেকে দেওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক সময়ে দেখা যায় যে অর্থের পরিমাণ একই থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যের

দাম ক্রমাগত বাড়ছে। তার ব্যাখ্যাও প্রাচীন তত্ত্ব থেকে দেওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণের জন্য মুদ্রাস্ফীতির **ব্যাখ্যা হিসাবে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি বা প্রাচীন** অর্থনীতিবিদদের **তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়।**

অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে মুদ্রাস্ফীতি যেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর দামবৃদ্ধিকে বোঝায় সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর বাজারেই মুদ্রাস্ফীতির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে ; অর্থের বাজারে নয়। কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুযায়ী যদি দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে বাড়তি চাহিদা দেখা দেয় এবং যদি দ্রব্য সামগ্রীর যোগান সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে বাড়তি চাহিদার প্রভাবে দামস্তর বাড়তে থাকে। দ্রব্যের যোগান স্থির না থাকলে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে না বরং যোগান বেড়ে যাবে। সেজন্য মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে দ্রব্যের যোগান স্থির আছে বলে ধরে নিতে হয়। দেশে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে তখনই দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। সুতরাং পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় যদি দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে দ্রব্যের বাজারে যে বাড়তি চাহিদা দেখা দেয় সেই বাড়তি চাহিদাই মুদ্রাস্ফীতির কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বাড়তি চাহিদা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দামস্তর বাড়তে থাকবে।

কিন্তু কেইন্‌সের তত্ত্বটির অসম্পূর্ণতা এই যে এখানে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থাতেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়তি চাহিদা থাকলে বাড়তি চাহিদার প্রভাবে উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান এসে গেলে উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব নয়। সেই অবস্থায় বাড়তি চাহিদা থাকলে শুধুমাত্র দামস্তরই বাড়বে এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছানোর আগেই যে কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে তার ব্যাখ্যা কেইন্‌সের তত্ত্ব থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি অনুন্নত হয়, যদি দেশে কোন গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় বা যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্য কোন বাধা থাকে তাহলে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই দামস্তর বাড়তে থাকে। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে অধ্যাপক কেইন্‌সের তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে মুদ্রাস্ফীতি দুরকমভাবে দেখা দিতে পারে। একটি হ'ল চাহিদার দিক থেকে ; অপরটি যোগান বা উৎপাদন ব্যয়ের দিক থেকে। চাহিদার দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতি আবার দুভাবে উদ্ভব হতে পারে। উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকলে তার প্রভাবে দামস্তর বাড়তে পারে। আবার উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে যদি বাড়তি চাহিদা না থাকে কিন্তু উৎপাদনের উপকরণের বাজারে যদি বাড়তি চাহিদা থাকে তার প্রভাবেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি শ্রমের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকে তাহলে তার প্রভাবে মজুরি বাড়বে। মজুরি বাড়লে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে দ্রব্যের দামও বাড়বে। এক্ষেত্রে শ্রমের বাজারের বাড়তি চাহিদা থেকেই মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হ'ল।

আবার দ্রব্যের বাজারে বা উৎপাদনের উপকরণের বাজারে বাড়তি চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এটিকে ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক শ্রমের বাজারে বাড়তি চাহিদা নেই। ধরা যাক শ্রমের বাজারে বাড়তি যোগান রয়েছে। অর্থাৎ বেশ কিছু শ্রমিক বেকার রয়েছে। কিন্তু ধরা যাক যে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে দর কষাকষির মাধ্যমে অতিরিক্ত মজুরি আদায় করছে। এইভাবে শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে যদি শ্রমিকরা মজুরির হার বাড়াতে পারে তাহলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য সামগ্রীর দামও বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

শ্রমিকের মজুরি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের দাম বৃদ্ধি পেলেও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্ কোন দেশ জ্বালানি হিসাবে পেট্রল আমদানি করছে। এখন যদি পেট্রলিয়াম রপ্তানিকারী দেশগুলি পেট্রলের দাম বাড়ায় তাহলে যে দেশটি পেট্রল আমদানি করছে সেই দেশের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। তার প্রভাবে সেই দেশের সাধারণ দামস্তর বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির উৎসটি শ্রমিক সংঘ নয়। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির উৎস পেট্রলের দাম বৃদ্ধি।

8.4 মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান
(Inflationary Gap)

মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে কেইন্‌সের তত্ত্বটি 'মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান' এই ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে **যখন কোন দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে সেই অবস্থায় দ্রব্য সামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগানের মধ্যে যে ব্যবধান বা পার্থক্য দেখা যায় তাকেই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বলা হয়।** (Inflationary gap is the excess of aggregate demand over aggregate supply at full employment)। একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে আমরা মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারি। নীচের রেখাচিত্রে (চিত্র 8.1) মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানটি দেখানো হ'ল। এই রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আমরা আয়স্তর এবং উল্লম্ব অক্ষে সামগ্রিক চাহিদা পরিমাপ করছি। কেইন্‌সের তত্ত্বে সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান যেখানে সমান হয় সেখানেই ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয়। এখন সামগ্রিক চাহিদা হল $C + I + G$ অর্থাৎ ভোগব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারের ব্যয়ের যোগফলের সঙ্গে সমান। এই $C + I + G$ রেখাকেই সামগ্রিক চাহিদা রেখা বলা হয়। $C + I + G$ রেখাটি যেখানে 45° সরলরেখাকে ছেদ করে সেখানেই ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয়। আমরা জানি যে সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান যে বিন্দুতে সমান হয় সেই বিন্দুতে যে ভারসাম্য আয়স্তরটি পাওয়া যায় তাতে দেশে পূর্ণ নিয়োগ বজায় থাকতে পারে অথবা পূর্ণ নিয়োগ অপেক্ষা কম কর্মসংস্থানও হতে পারে। উপরের ছবিতে ধরা যাক $C + I + G$ রেখাটি সামগ্রিক চাহিদা রেখা। এই চাহিদা রেখাটি মূলবিন্দুতে অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে 45° কোণ করা সরলরেখাটিকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তাহলে ভারসাম্য আয়ের পরিমাণ OM হওয়া উচিত। কিন্তু ধরা যাক ON আয়স্তরটি সর্বাধিক আয়স্তর যা পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় পাওয়া যায়। এর অর্থ শ্রম এবং অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করলেও আয়স্তর ON অপেক্ষা আর বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং যদি সামগ্রিক চাহিদা $C + I + G$ এই রেখাটি হয় তাহলে OM পর্যন্ত আয়স্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় কারণ প্রকৃত আয় ON অপেক্ষা বাড়তে পারে না। ON এই আয়স্তরটিকে আমরা পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় আয়স্তর বলে থাকি। ON এই আয়স্তরে সামগ্রিক চাহিদা AN ; অন্যদিকে সামগ্রিক যোগান ON অথবা BN। সুতরাং পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের মধ্যে যে পার্থক্য বা ব্যবধান সেটি AB. এক্ষেত্রে AB-কেই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা অধিক হবে এবং বাড়তি চাহিদার প্রভাবে দামস্তর বাড়তে থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত এই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানটি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকবে।

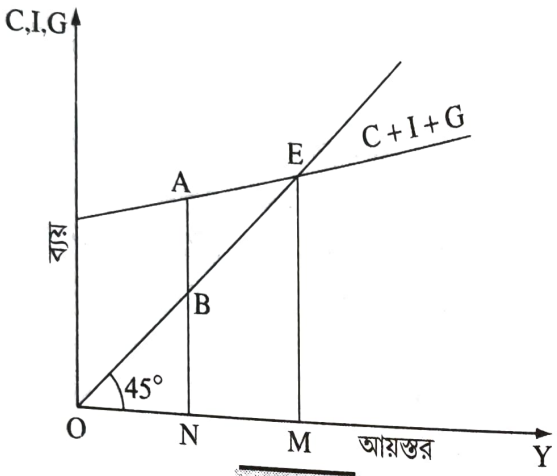

চিত্র 8.1

যদি $C + I + G$ রেখাটি নীচের দিকে স্থান পরিবর্তন করে এবং যদি এটি B বিন্দুর মধ্য দিয়ে যায় তাহলেই এই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানটি দূর করা সম্ভব হবে এবং তখনই মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হবে।

বিভিন্ন কারণে এই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান সৃষ্টি হতে পারে। ধরা যাক কোন দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বর্তমান রয়েছে। এখন যদি দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দ্রব্যের বাজারে বাড়তি চাহিদা দেখা দেয়, তখনই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান উদ্ভব হতে পারে। এখন দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারের মোট ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই তিন প্রকার ব্যয়ের কোন একটি, কোন দুটি অথবা সবকটি যদি বাড়ে তাহলেই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান সৃষ্টি হতে পারে।

প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন যে শুধু অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কিন্তু কেইন্‌সের মতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ার একমাত্র কারণ পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া। এখন এই চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াটি অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে হতে পারে আবার অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকা অবস্থাতেও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি রুচি বা পছন্দের পরিবর্তনের জন্য প্রতিটি ক্রেতাই আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ভোগ করতে থাকে তাহলে মোট ভোগ ব্যয় রেখাটি উপরের দিকে স্থান পরিবর্তন করে এবং তার প্রভাবে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় এই ধরনের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে যদি ফার্মগুলি অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ ব্যয় করে, তার ফলেও বিনিয়োগ ব্যয় রেখাটি উপরের দিকে স্থান পরিবর্তন করে এবং সামগ্রিক চাহিদা রেখাটি উপরের দিকে স্থান পরিবর্তন করে। সেক্ষেত্রেও মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান সৃষ্টি হয়। আবার যদি সরকার তার আয় বৃদ্ধি না করে ব্যয় বৃদ্ধি করে তার ফলেও মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তার প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান সৃষ্টি হয়। সহজভাবে বলতে গেলে মোট চাহিদা $C + I + G$. যদি C অথবা I অথবা G বৃদ্ধি পায় এবং যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বর্তমান থাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান উদ্ভব হয়।

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান দু'রকমভাবে দূর হতে পারে ঃ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে। আর্থিক নীতি অথবা আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতির মাধ্যমে সরকার মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমাতে সচেষ্ট হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে দেয়, অথবা যদি রিজার্ভের অনুপাতের হার বাড়ানো হয় তাহলে তার প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কিছুটা কমে আসবে। আবার সরকার যদি তার ব্যয় কমিয়ে ফেলে বা প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তার মাধ্যমেও মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমে আসে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেগুলি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

এখন পরোক্ষভাবে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমানো সম্ভব সেটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, যদি মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান থাকে তাহলে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। দাম বৃদ্ধি পেলে নগদ অর্থের প্রকৃত মূল্য (real value of cash balances) বা মোট সম্পদের মূল্য কমে আসে। তখন পিগু প্রভাবের ফলে জনসাধারণ কম করে ভোগ ব্যয় করে থাকে। এর ফলে মোট ভোগ ব্যয় কমে যায় এবং সামগ্রিক চাহিদা কিছুটা কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের পরিমাণ একই থাকে তাহলে অর্থের বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পায়। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ ব্যয় কম হয় এবং তার ফলে সামগ্রিক চাহিদা কম হয়। সামগ্রিক চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানটিও কমে আসে।

তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকলে আয় বন্টনে পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং আয় বন্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে যে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মুনাফা অপেক্ষাকৃত বেশি হারে বৃদ্ধি পায় এবং মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হারে বৃদ্ধি পায়। এখন যদি আমরা ধরি যে মুনাফার অতি অল্প অংশই ভোগ ব্যয়ে ব্যয়িত হয় এবং মজুরির অধিকাংশ অংশই ভোগ ব্যয়ে ব্যয়িত হয় তাহলে আয় বন্টনে এরূপ পরিবর্তনের ফলে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় কমে আসে। এর কারণ আয় বন্টনে পরিবর্তনের ফলে বেশি আয় যাচ্ছে মুনাফা অর্জনকারীদের কাছে যাদের ভোগ প্রবণতা কম। এর ফলে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় কমে আসে এবং মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানটিও কমে আসে।

চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পায় এবং যদি দেশের দামস্তর বিদেশের দামস্তর অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে দেশের রপ্তানি হ্রাস পায় এবং আমদানি বৃদ্ধি পায়। যদি রপ্তানি হ্রাস পায় এবং আমদানি বৃদ্ধি পায় তাহলে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় কমে আসে। এর প্রভাবেও সামগ্রিক চাহিদা কমে আসে।

এই সমস্ত পরোক্ষ প্রভাবের ফলে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কিছুটা কমে আসে ঠিকই কিন্তু অধ্যাপক কেইন্‌সের ধারণা ছিল যে এই পরোক্ষ প্রভাবগুলি কখনই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারবে না। অর্থাৎ, যদি পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা যে কোন কারণেই বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান দেখা

দেয় সেই ব্যবধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হয়ে যাবে না। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান দূর করার জন্য সরকারকে বা দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

➤ **মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান ধারণাটির কয়েকটি ত্রুটির** কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, এই ধারণার মাধ্যমে শুধু আমরা এইটুকু জানতে পারি যে দেশে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান থাকলে দামস্তর বাড়বে এবং যদি মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান না থাকে তাহলে দামস্তর স্থিতিশীল হবে। কিন্তু ধরা যাক কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান রয়েছে। তাহলে ঐ দেশে দামস্তর কী হারে বাড়বে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হারটি কী হবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা আমরা এই তত্ত্ব থেকে পাই না। প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা যেমন বলেছিলেন যে অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও সেই হারে বাড়বে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির হারের দ্বারা নির্ধারিত হবে সেরূপ কোন ধারণা কিন্তু আমরা কেইন্‌সের তত্ত্ব থেকে পাই না।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান ধারণাটি একটি গতিহীন অবস্থাকে (Static situation) প্রকাশ করছে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic process)। কাজেই এই ব্যবধানের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না।

তৃতীয়ত, যেহেতু পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাতে বাড়তি চাহিদা দেখা দিলে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান দেখা দেয়, সুতরাং কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুযায়ী শুধু পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাতেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা আসার আগেই দামস্তর বাড়ছে। সেটির ব্যাখ্যা কেইন্‌সের তত্ত্বের সাহায্যে দেওয়া সম্ভব নয়।

চতুর্থত, পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা পরিমাপ করার অসুবিধাও রয়েছে। কতদূর পর্যন্ত আয়স্তর হলে পূর্ণ নিয়োগ আসবে সেটি বাস্তবে পরিমাপ করা খুব শক্ত। পূর্ণ নিয়োগ মানে দেশে কেউই বেকার থাকবে না তা নয়। দেশে কিছু ইচ্ছাকৃত বেকার থাকে। আবার কিছু বেকার অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু আবার কিছু চাকরি খালিও থাকে। চাকরি খুঁজে পেতেও বেকারদের একটু সময় লাগে। কতদূর পর্যন্ত বেকার সমস্যা থাকলে দেশে পূর্ণ নিয়োগ আছে বলা হবে সেটি হিসাব করা শক্ত। কাজেই পরিসংখ্যানের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান পরিমাপ করা যাবে না।

পঞ্চমত, অধ্যাপক কেইন্‌স্ শুধু চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিটি ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা করেননি। তিনি শুধু দ্রব্যের বাজারে বাড়তি চাহিদাটাকেই ধরেছেন। দ্রব্যের বাজারে যদি বাড়তি চাহিদা না থাকে কিন্তু যদি কোন উৎপাদনের উপাদানের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকে তার প্রভাবেও যে দামস্তর বাড়তে পারে সেটির সম্ভাবনা কেইন্‌সের তত্ত্বে ধরা হয়নি। বেন্ট হ্যানসেন নামে একজন অর্থনীতিবিদ দুটি মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি দ্রব্যের বাজারে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary gap in the commodity market) এবং অপরটি উৎপাদনের উপকরণের বাজারে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary gap in the factor market)। কেইন্‌সের তত্ত্বে উৎপাদনের উপকরণের বাজারে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানটি বিচার করা হয়নি। শুধু দ্রব্যের বাজারে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানটি বিচার করা হয়েছে।

৪.৩ ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-push Inflation)

যদি দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি না পায় কিন্তু যদি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় তার ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় সেই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ধরা হয় যে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বলবৎ আছে এবং এরূপ অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতি পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় রয়েছে এই অনুমানটি ধরার প্রয়োজন হয় না।

উৎপাদনের উপকরণগুলির দাম বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের উপকরণগুলির দামের

মধ্যে মজুরির হারকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় কারণ শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে শ্রমিক সংঘ গঠন করে মজুরির হার বাড়িয়ে তুলতে পারে। ধরা যাক যে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা আসেনি। বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক বেকার রয়েছে। এইরূপ অবস্থায় শ্রমিক সংঘ বাড়তি মজুরির জন্য মালিকদের উপর চাপ দিল। যদি শ্রমিক সংঘ মজুরি বাড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু যদি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়ে তাহলে ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাবে দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়।

এখন **কোন্ কোন্ অবস্থায় শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধি করতে সক্ষম সেটি দেখা যাক।**

প্রথমত, যদি শ্রমের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে শ্রমিক সংঘ সহজেই মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে। শ্রমের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে মজুরির হার বাড়লেও শ্রমের চাহিদা খুব বেশি কমে না। তার ফলে শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে পারে। কিন্তু শ্রমের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় সেক্ষেত্রে মজুরির হার অল্প একটু বাড়লেই শ্রমের চাহিদা অনেকটা কমে যায়। তার ফলে কর্মসংস্থান অনেকটা হ্রাস পায়। সেরূপ অবস্থায় শ্রমিক সংঘ বাড়তি মজুরির জন্য বেশি চাপ দিতে পারে না কারণ বেশি মজুরি পেতে হলে বেশি বেকারি স্বীকার করে নিতে হবে। **শ্রমের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হবে যদি শ্রম এবং অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে পরিবর্ততা খুব কম থাকে।** শ্রমের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণের পরিবর্ততা যদি খুব বেশি হয় তাহলে মজুরি অল্প একটু বাড়লেই শ্রমিক কম করে নিয়োগ করে শ্রমের পরিবর্তে অন্য উপাদান বেশি করে নিয়োগ করা হবে। সেক্ষেত্রে মজুরি একটু বাড়লেই শ্রমের চাহিদা অনেকটা কমে যাবে। তার ফলে কর্মসংস্থান অনেকটা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে যদি শ্রম এবং অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে পরিবর্ততা খুব কম থাকে তাহলে মজুরির হার বাড়লেও শ্রম কম করে নিয়োগ করে অন্য উপাদান বেশি করে নিয়োগ করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা খুব বেশি কমবে না। **আবার শ্রমিক নিয়োগ করে যে দ্রব্যটি উৎপাদন করা হচ্ছে সেই দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত কম হবে শ্রমের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও তত কম হবে।**

দ্বিতীয়ত, অলিগোপলি বাজারে শ্রমিক সংঘ সহজেই মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে। অলিগোপলি বাজারে চাহিদা রেখাটি খাঁজযুক্ত হওয়ার জন্য সেখানে মজুরির হার বৃদ্ধি করলেও উৎপাদন হ্রাস পায় না। কাজেই কর্মসংস্থানও হ্রাস পায় না।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য থেকেও মজুরি বৃদ্ধির দাবি আসতে পারে। ধরা যাক কোন একটি ফার্ম বেশি মজুরি দিয়ে একজন শ্রমিককে নিয়োগ করেছে কারণ ঐ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বা দক্ষতা বেশি। অন্য শ্রমিকরাও তখন বেশি মজুরি আদায়ের জন্য চাপ দিতে থাকে। এর ফলে মজুরির হার বৃদ্ধি পায়। তেমনি কোন একটি শিল্পে ধরা যাক একটি ফার্ম তার শ্রমিকদের বেশি মজুরি দিচ্ছে। তখন ঐ শিল্পের অন্যান্য ফার্মের শ্রমিকরাও বেশি মজুরির জন্য আন্দোলন করতে থাকে এবং তারা আন্দোলনে সফল হলে মজুরি বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, অনেক সময়ে দেখা যায় যে **মজুরির হার জীবনযাত্রার ব্যয়সূচকের সঙ্গে সম্পর্কিত। জীবনযাত্রার ব্যয়সূচকটি বৃদ্ধির সঙ্গে মজুরির হার বৃদ্ধি পায়।** এক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেলেই মজুরির হারও বৃদ্ধি পাবে। দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বজায় না থাকলেও এই ধরনের মজুরি বৃদ্ধি ঘটবে।

ধরা যাক, শ্রমিক সংঘ চাপ দিয়ে মজুরি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হ'ল। এর ফলটি কি হয় সেটি লক্ষ করা যাক। যদি মজুরির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে তাহলে অবশ্য ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয় একই থাকে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে মজুরির হার বৃদ্ধি পেল কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা একই রয়েছে অথবা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা কম হারে বাড়ছে তাহলে ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক একজন শ্রমিককে 10 টাকা মজুরি দিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। এই শ্রমিকটি 5 ইউনিট দ্রব্য উৎপাদন করছে। আরও ধরা যাক যে দ্রব্যটি উৎপাদন করতে শ্রম ছাড়া

অন্য কোন উৎপাদনের উপকরণ প্রয়োজন হয়না। তাহলে 5 ইউনিট দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় 10 টাকা। অর্থাৎ এক ইউনিট দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় 2 টাকা। এখন মনে করা যাক শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং মজুরির হার 10 টাকার পরিবর্তে 20 টাকা হয়েছে। এখন যদি ঐ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা একই থাকে তাহলে এখন 5 ইউনিট দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হবে 20 টাকা। অর্থাৎ এক ইউনিট দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হবে 4 টাকা। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে যদি মজুরির হার বাড়ে কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা একই থাকে তাহলে ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ধরা যাক কোন দ্রব্যের দাম ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা স্থির হয়। তাহলে মজুরি বৃদ্ধির আগে ঐ দ্রব্যটি 2 টাকা দামে বিক্রি করা হতো। কিন্তু এখন মজুরি বৃদ্ধির ফলে ঐ দ্রব্যটি 4 টাকা দামে বিক্রি করা হবে। অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পেল।

বিষয়টি আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি। যদি মজুরির হার বৃদ্ধি পায় অথবা যদি অন্য কোন উৎপাদনের উপকরণের দাম বৃদ্ধি পায় কিন্তু যদি উৎপাদনের উপাদানগুলির উৎপাদন ক্ষমতা একই থাকে, তাহলে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি এর ফলে উপরের দিকে স্থান পরিবর্তন করে। এখন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখাটিই ফার্মের যোগান রেখা হয়ে থাকে। প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি উপরের দিকে স্থান পরিবর্তন করার অর্থ দ্রব্যের যোগান রেখাটি বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করল। যোগান রেখাটি বাঁদিকে স্থান পরিবর্তন করার অর্থ প্রতি দামে ফার্ম আগের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বাজারে যোগান দেবে। যোগানের পরিমাণ হ্রাস পেলেও চাহিদার পরিমাণ কিন্তু একই থাকে। তার ফলে দাম বাড়তে থাকে।

এখন মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে সমগ্র অর্থনীতির উপর কীরূপ প্রভাব পড়ে সেটি লক্ষ করা যাক। যখন মজুরির হার বাড়ে তখন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্য সামগ্রীর দামও বাড়ে। কিন্তু যদি দেশে অর্থের যোগান একই থাকে তাহলে অর্থের বাজারে অর্থের চাহিদা, যোগান অপেক্ষা বেশি হবে এবং তার প্রভাবে সুদের হার বাড়বে। দ্রব্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেলে লেনদেনের জন্য আগের তুলনায় বেশি অর্থ প্রয়োজন হবে। সেজন্য অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। অর্থের যোগান যদি একই থাকে তাহলে সুদের হার বাড়বে। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমবে এবং তার ফলে সামগ্রিক চাহিদা কিছুটা কমবে। সামগ্রিক চাহিদা কমলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কমবে।

মজুরির হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাহলে দেশের কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু শ্রমিক সংঘগুলি কর্মসংস্থান কমে যাক এটি চাইবে না। সেজন্য যদি কর্মসংস্থান অনেকটা কমে যায় তাহলে শ্রমিক সংঘ চাপ দিয়ে বেশি মজুরি আদায় করতে সফল হয় না।

তবে **কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে মজুরির হার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কর্মসংস্থান কমছে না। তিনটি অবস্থায় এরূপ হতে পারে।**

প্রথমত, যদি মজুরির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থের যোগানও বাড়ে তাহলে অর্থের বাজারে সুদের হার বাড়বে না। সুদের হার না বাড়লে বিনিয়োগ কমবে না এবং সামগ্রিক চাহিদাও কমবে না। তার ফলে কর্মসংস্থানও কমবে না।

দ্বিতীয়ত, যদি বিনিয়োগ রেখাটি অস্থিতিস্থাপক হয় অর্থাৎ যদি সুদের হার বাড়লেও বিনিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে তাহলেও সামগ্রিক চাহিদা কমবে না এবং কর্মসংস্থান কমবে না।

তৃতীয়ত, যদি সরকার তার ব্যয় বাড়িয়ে দেয় এবং সুদের হার বাড়ার ফলে বিনিয়োগ ব্যয় যতটুকু কমছে, সরকারি ব্যয় তার থেকে বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিক চাহিদা কমবে না এবং কর্মসংস্থানও কমবে না। এজন্যই বলা হয় যে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে। সরকার অর্থের যোগান বাড়িয়ে অথবা সরকারের ব্যয় বাড়িয়ে সামগ্রিক চাহিদাকে কমতে দেয় না। তার ফলেই দেশে যথেষ্ট পরিমাণ বেকার সৃষ্টি হয় না। যথেষ্ট সংখ্যক বেকার সৃষ্টি না হওয়ার জন্য শ্রমিক সংঘ

বাড়তি মজুরি আদায় করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি সরকার কঠোর হস্তে অর্থের যোগান সীমিত রাখে বা যদি সরকারের নিজের ব্যয় বৃদ্ধি না পায় তাহলে মজুরি বৃদ্ধি পেলে যখন দামস্তর বৃদ্ধি পাবে সেই দামস্তর বৃদ্ধি সুদের হারকে বাড়িয়ে তুলবে। তার ফলে বিনিয়োগ ব্যয় কমবে এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে। সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেলে কর্মসংস্থান কমবে এবং শ্রমিক সংঘ অধিক মজুরি আদায় করতে পারবে না।

ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির যে তত্ত্বটি আমরা উপরে বর্ণনা করেছি এর বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। **প্রথমত,** শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নেই বলেই এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা রয়েছে বলে ধরা হচ্ছে। এটি একটি অসঙ্গত অনুমান। যদি ধরা হয় যে সকল বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে তাহলে শ্রমের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকলে তবেই মজুরির হার বাড়তে পারে। অন্যথায় মজুরির হার বাড়তে পারে না। অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতিই একমাত্র মুদ্রাস্ফীতি। ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি মজুরির হার বৃদ্ধি পায় এবং তার প্রভাবে দামস্তর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অর্থের যোগান বা সরকারি ব্যয় স্থির থাকে তাহলে এই দামবৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী হয়। অর্থের যোগান বৃদ্ধি না পেলে যথেষ্ট বেকার সৃষ্টির মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বন্ধ হয়। তার ফলে দাম বৃদ্ধিও বন্ধ হয়। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির ফলে স্বাধীনভাবে দামস্তর বৃদ্ধি পেতে পারে না। মজুরি বৃদ্ধির সাথে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বা সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তবেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

৪.৬. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য (Distinction Between Demand Inflation and Cost Inflation)

তত্ত্বগত দিক থেকে আমরা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি আমরা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দ্রব্যের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকার জন্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের উৎপাদন লাভজনক হয়। ফলে ফার্মগুলি বেশি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে চায়। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বজায় থাকার জন্য উৎপাদনের উপকরণের চাহিদা বাড়লে উৎপাদনের উপকরণের দাম বৃদ্ধি পায়। কাজেই দ্রব্যের বাজারে বাড়তি চাহিদা দেখা দিলে তার প্রভাবে দ্রব্যের দাম যেমন বাড়ে তেমনি উৎপাদনের উপকরণের দামও (যেমন, মজুরির হার) বাড়ে। ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনাক্রম লক্ষ করা যায়। ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা আসার আগেই মজুরির হার বা অন্যান্য উপকরণের দাম বৃদ্ধি পায়। তার ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য সামগ্রীর যোগান কমে আসে। দ্রব্যের বাজারে যোগান কম কিন্তু চাহিদা একই থাকার জন্য দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয়ত, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে ধরা হয় যে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা রয়েছে। শুধু পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাতেই চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগ এই অনুমানটি ধরার প্রয়োজন হয় না। পূর্ণ নিয়োগের আগেই ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

তৃতীয়ত, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। তেমনি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণও স্থির থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে যোগান রেখাটি স্থির থাকে এবং চাহিদা রেখাটি পরিবর্তনের জন্যই দাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি স্থির থাকে এবং যোগান রেখার পরিবর্তনের জন্যই দাম বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাহিদা উপর থেকে দামকে টেনে তোলে। এজন্য ইংরাজিতে একে Demand-pull inflation বলা হয়। কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় নীচের থেকে ঠেলা দিয়ে দামকে বাড়িয়ে দেয়। এজন্য ইংরাজিতে এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে Cost push inflation বলা হয়। চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি কাজ করে উপর থেকে। কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি কাজ করে নীচ থেকে।

তত্ত্বগত দিক থেকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে আমরা পার্থক্য নির্ণয় করলেও বাস্তবে কোন একটি দেশে কোন বছরের মুদ্রাস্ফীতি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি না ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি সেটি নির্ণয় করা মুশকিল। তার কারণ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সময়ে আমরা কার্য-কারণ সম্পর্কটি এইভাবে ব্যাখ্যা করি ঃ সেখানে প্রথমে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় ; তার প্রভাবে দ্রব্যের দাম বাড়ে। দ্রব্যের দাম বাড়ার জন্য মজুরির হার বাড়ে। ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্কটি বিপরীত হয়ে থাকে। এখানে মজুরির হার প্রথমে বাড়ে। তার প্রভাবে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে এবং সেজন্য দ্রব্যের দাম বাড়ে। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে এই যে পার্থক্য করা হয়েছে সেই পার্থক্য কিন্তু কার্যকারণ দিক থেকেই। এর অর্থ এই নয় যে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে প্রথমে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়বে তারপর কিছু সময় পরে মজুরির হার বাড়বে। তেমনি ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রেও এটি সত্য নয় যে প্রথমে মজুরির হার বাড়বে। তারপর কিছু সময় পরে দামস্তর বাড়বে। মজুরির হার বৃদ্ধি এবং দামস্তর বৃদ্ধি যদি একই সময়ে ঘটে থাকে তাহলে মজুরির হার বৃদ্ধি দামস্তর বৃদ্ধির জন্য ঘটছে, না কি দামস্তর বৃদ্ধি মজুরির হার বৃদ্ধির জন্য ঘটছে সেটি বলা মুশকিল। এই কারণেই বলা হয় যে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে বাস্তবে পার্থক্য করা খুবই শক্ত।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় আমরা মনে রাখতে পারি। সেটি এই যে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি শুধু পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার পরেই ঘটতে পারে। সুতরাং যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বলবৎ থাকে এবং সেই অবস্থায় যদি দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর বাড়ে তাহলে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে আমরা চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি। কিন্তু যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা আসার আগেই দামস্তর বাড়তে থাকে তাহলে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে আমরা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি না। সেটি স্বভাবতই ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হবে। সুতরাং দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা রয়েছে কিনা সে দিক দিয়ে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে দেশের মুদ্রাস্ফীতিটি চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি না কি ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। কিন্তু এর অসুবিধা এই যে দেশে পূর্ণ নিয়োগ আছে কিনা সেটি নির্ধারণ করাও মুশকিল কারণ পূর্ণ নিয়োগ এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত শ্রমিকই চাকরি পাবে। কতজন শ্রমিক বেকার থাকলে বা দেশের মোট শ্রমিকের কত অংশ বেকার থাকলে দেশে পূর্ণ নিয়োগ বজায় আছে বলা হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

অধ্যাপক অ্যাক্‌লে (Ackley) মনে করেন যে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য করার প্রধান অসুবিধা এই যে বাস্তব জগতে দ্রব্যের দাম স্বাধীনভাবে চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের সাথে সাথে দামের পরিবর্তন ঘটে থাকে ঠিকই। কিন্তু কারখানায় উৎপন্ন অধিকাংশ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে দ্রব্য সামগ্রীর দাম চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা স্থির না হয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের (Administrative decisions) দ্বারা নির্ধারিত হয়। কারখানাজাত অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে দামস্তর প্রায়ই পরিবর্তিত হয় না। কাজেই কারখানাজাত দ্রব্যের দাম যখন পরিবর্তিত হল সেই পরিবর্তন চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ঘটল না ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ঘটল তা বলা মুশকিল।

8.7. মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল (Effects of Inflation)

কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সেই মুদ্রাস্ফীতির ফল বিভিন্ন শ্রেণির লোকের উপর বিভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ কেউ মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয় আবার কেউ কেউ মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক জীবনেও মুদ্রাস্ফীতি সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। মুদ্রাস্ফীতির অর্থনৈতিক ফলাফলগুলি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। মুদ্রাস্ফীতির **ফলাফলগুলিকে আমরা তিন শ্রেণিতে ভাগ করতে পারিঃ (1) উৎপাদনের উপর প্রভাব, (2) বন্টনের উপর প্রভাব ও (3) অন্যান্য প্রভাব।**

◎ **উৎপাদনের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ঃ** মুদ্রাস্ফীতির ফলে মোট উৎপাদন কীভাবে প্রভাবিত হয় সেটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকে এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় যদি দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাহলে এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যের উৎপাদন আর বাড়ে না তার কারণ আমরা জানি যে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে এর প্রভাবে উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব নয়। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে আমরা **প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বা পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি** (True-inflation or full-inflation) বলে থাকি। অন্যদিকে যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা পৌঁছানোর আগেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাহলে সেই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে।

দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় বলে উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করে। দাম যতই বাড়তে থাকে উৎপাদকদের লাভের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পায়। সেজন্য তারা অধিক পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা করে। প্রথমে সাধারণত ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং পরে এর প্রভাবে মূলধনি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে যদি দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলির পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা না আসে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে এই সমস্ত অব্যবহৃত উপাদানকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার আগেই যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় সেই মুদ্রাস্ফীতিকে অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যদি মুদ্রাস্ফীতি খুব মৃদু হারে হয় তাহলেই তা উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। অধ্যাপক সামুয়েলসনের মতে মূল্যস্তরের মৃদু ঊর্ধ্বগতি অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়। (*In mild inflation the wheels of industry are well lubricated and output is near capacity.*")। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি যদি খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় তাহলে তা কখনই অর্থনৈতিক উন্নতিকে সাহায্য করতে পারে না। দ্রুতগতি মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থায় জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তখন দ্রব্য সামগ্রীর ক্রেতাদেরই যে শুধু অসুবিধা হয় তা নয়। বিক্রেতাদেরও অসুবিধা হয়। এই ধরনের দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি কখনই উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে না।

তাহলে উৎপাদনের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে **যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বলবৎ থাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা মোট উৎপাদন আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ না থাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতির ফলে মোট উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পায়।** তবে মৃদুগতিতে মুদ্রাস্ফীতি হলে তবেই তা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়। কিন্তু দ্রুত গতিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে সেটি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয় না।

◎ **আয় বন্টনের উপর প্রভাব ঃ** এবার আয় বন্টনের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল কীরূপ হয় সেটি দেখা যাক। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের আয় এবং সম্পদ বন্টনের কাঠামোতে নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় কোন শ্রেণির লোকেরা লাভবান হয় আবার কোন শ্রেণির লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন শ্রেণির লোকেরা মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয় সেটি নীচে আলোচনা করা হ'ল।

◎ **দেনাদার ও পাওনাদার ঃ** মুদ্রাস্ফীতির ফলে পাওনাদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেনাদাররা লাভবান হয়। মুদ্রাস্ফীতি ঘটার আগে কোন ব্যক্তি যদি কিছু টাকা ধার করে থাকে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সেই ঋণ শোধ

করলে অর্থের অঙ্কে একই পরিমাণ অর্থ শোধ দেওয়া হচ্ছে ; কিন্তু দ্রব্য সামগ্রীর হিসাবে তাকে অনেক কম শোধ দিতে হচ্ছে। ফলে দেনাদার লাভবান হচ্ছে ; অন্যদিকে পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ মুদ্রাস্ফীতির আগে যখন টাকার মূল্য বেশি ছিল তখন দ্রব্য সামগ্রীর অঙ্কে তারা যে টাকা ধার দিয়েছিল এখন মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমপরিমাণ টাকা তারা ফেরত পেলেও সেই টাকার ক্রয় ক্ষমতা এখন অনেকটা কমে গেছে। তাছাড়া দেনাদাররা যখন অর্থ ঋণ করে তখন সুদের হার সম্পর্কে যে চুক্তি হয় সেই চুক্তির দ্বারা সুদের হার স্থির থাকে। এখন দামস্তর বাড়লেও সুদের হার আর পরিবর্তিত হয় না। তার ফলে পাওনাদাররা যে সুদ পায় তার প্রকৃত মূল্য মুদ্রাস্ফীতির ফলে কমে যায়। এই দুদিক থেকেই মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেনাদাররা লাভবান হয় এবং পাওনাদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

◎ **উৎপাদক ও শ্রমিক ঃ** মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদকরা লাভবান হয় কারণ উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে তারা অধিক রেভিনিউ আয় করতে পারে। কিন্তু উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম সেই অনুপাতে বাড়ে না। অনেক সময়েই উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম চুক্তির মারফৎ স্থির থাকে এবং চুক্তির শর্ত পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদনের উপকরণগুলিকে পূর্বের দামই দিতে হয়। তার ফলে উৎপাদকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়লে প্রকৃত মজুরি কমে আসে। যখন দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়ে তখন শ্রমিক সংঘ আন্দোলন করে আর্থিক মজুরি বাড়াতে হয়ত পারে কিন্তু দাম যে হারে বাড়ে আর্থিক মজুরি সে হারে বাড়ে না। সেজন্য মুদ্রাস্ফীতির সময়ে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

◎ **স্থির আয়ের ব্যক্তি ও পরিবর্তনশীল আয়ের ব্যক্তি ঃ** যে সমস্ত লোকের আয় স্থির মুদ্রাস্ফীতির ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়লেও তাদের আয় বাড়ে না। বেতনভোগী কর্মচারী, পেনসনভোগী, বাড়ির মালিক প্রভৃতি স্থির আয়ের ব্যক্তিরা মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ এদের আয় স্থির থাকে। অন্যদিকে ব্যবসাদাররা দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে তাদের আর্থিক আয়কে বাড়াতে সক্ষম হয়। ফলে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল আয়ের ব্যক্তিদের আর্থিক আয়ও পরিবর্তিত হয়। তাদের প্রকৃত আয় কমে না বা ততটা কমে না যতটা স্থির আয়ের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কমছে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে স্থির আয়ের ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতি হয়।

◎ **কৃষিজীবি ঃ** মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম যদি অন্য দ্রব্যের দামের তুলনায় বেশি হারে বাড়ে তাহলে বলা যেতে পারে যে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষকরা লাভবান হবে। কিন্তু সেটি সকল সময়ে সত্য নাও হতে পারে। কৃষকদেরও নানা ধরনের দ্রব্যসামগ্রী কিনতে হয়। যেমন কৃষকদের সার, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে হয়। তাছাড়া কৃষকদের নিজেদের ভোগ করার জন্য কাপড়, ভোজ্যতেল, চিনি, কেরোসিন, ঔষধপত্র ইত্যাদি কিনতে হয়। যদি শিল্পজাত দ্রব্যের দাম কৃষিজাত দ্রব্যের দাম অপেক্ষা বেশি হারে বাড়ে তাহলে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় যদি কৃষিজাত দ্রব্যের দাম অধিক হারে বাড়ে তাহলে কৃষকরা লাভবান হয়।

◎ **বিনিয়োগকারী ঃ** বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যারা শেয়ারে টাকা বিনিয়োগ করে, মুদ্রাস্ফীতির দরুন তারা লাভবান হয়। কারণ মুদ্রাস্ফীতির দরুন কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি পায় বলে তারা বেশি লভ্যাংশ পেতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত বিনিয়োগকারী বন্ড বা ডিবেঞ্চারে টাকা বিনিয়োগ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়লেও বন্ড থেকে প্রাপ্ত সুদ বাড়ে না। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের লাভ হয় কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি ঋণপত্র বা বন্ডে টাকা বিনিয়োগ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

◎ **ব্যবসাদার, মজুতদার ও ফটকা কারবারী ঃ** মুদ্রাস্ফীতির ফলে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সেজন্য ব্যবসাদারদের লাভ হয়। মজুতদার এবং ফটকা কারবারীরা কম দামে দ্রব্য সামগ্রী কিনে ভবিষ্যতে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে। তার ফলে তারাও মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মোটা লাভের সুযোগ পায়।

◎ **স্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তি ঃ** স্বয়ং নিযুক্ত পেশায় যাঁরা নিযুক্ত থাকেন মুদ্রাস্ফীতির সময়ে তাঁরা নিজেদের ফি বাড়িয়ে দেন। অর্থাৎ স্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তিরাও মুদ্রাস্ফীতির বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারেন। মুদ্রাস্ফীতির

সময়ে ডাক্তার বা উকিল তাঁর ফি বাড়িয়ে দেবেন। এইভাবে স্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তিরা মুদ্রাস্ফীতির সময়ে নিজেদের আয় বাড়িয়ে ফেলতে পারেন। ফলে তাঁদের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয় না।

◎ **অন্যান্য প্রভাব ঃ** মুদ্রাস্ফীতির অন্য প্রভাবগুলিও উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। তার ফলে দেশের রপ্তানি কমে আসে। অন্যদিকে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে মুনাফা অধিক হারে বাড়ে। মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হারে বাড়ে। ধনী ব্যক্তিদের আয় অপেক্ষাকৃত বেশি হারে বাড়ে। অন্যদিকে দরিদ্র ব্যক্তিদের আয় হয় বাড়ে না অথবা কম হারে বাড়ে। এর ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে আয় এবং সম্পদের বন্টনে বৈষম্য দেখা দেয়।

তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ভোগ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে সাধারণ মানুষ ভোগ্য দ্রব্য কম করে কিনতে পারে। তার ফলে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনে কম পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করা হয়। এইভাবে অধিক উপকরণ মূলধনি দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগ করা সম্ভব। একে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (Forced Saving) বলা যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এইভাবে জনসাধারণকে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হয়।

চতুর্থত, যদি মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত হারে হয় তাহলে অর্থের মূল্য দ্রুত হ্রাস পায় বলে জনসাধারণ অর্থ হাতে রাখতে চায় না। সকলেই দ্রব্য সামগ্রী মজুত করে রাখতে চায়। জনসাধারণ তাদের সঞ্চয় ব্যাঙ্কের কাছে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জমা রাখতে চায় না। পরিবর্তে সেই সঞ্চয় দিয়ে সোনা অথবা মূল্যবান ধাতু অথবা জমি কিনে রাখতে চায়। এর ফলে দেশের মূলধন গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চমত, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে শ্রমিকদের মজুরি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় না বলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করতে থাকে। মালিকরা সেই দাবি মেনে না নিলে আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তার ফলে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে মুদ্রাস্ফীতির কিছু ফলাফল শুভ হলেও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতি কোন দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। মৃদু হারে মুদ্রাস্ফীতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একবার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে মুদ্রাস্ফীতির হারকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয় না এবং মুদ্রাস্ফীতির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তার ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। সেজন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

৪.৪. মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation)

একবার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতিকে **দুভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। একটি হল দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং অপরটি হল মোট চাহিদাকে হ্রাস করা। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ** (1) **আর্থিক পদ্ধতি** (Monetary measures), (2) **রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি** (Fiscal measures) এবং (3) **অন্যান্য পদ্ধতি** (Other measures)। তিনটি পদ্ধতি নিয়ে আমরা একে একে আলোচনা করব।

◎ **আর্থিক পদ্ধতি ঃ** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত আর্থিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সেগুলি সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই গ্রহণ করে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করতে পারে। **প্রথমত,** ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি দমন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও তাদের সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে উদ্যোক্তারা কম পরিমাণ বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের পরিমাণ কমলে সামগ্রিক চাহিদাও কমে আসে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক রক্ষিত রিজার্ভের অনুপাতকে বাড়িয়ে দিতে পারে। যদি রিজার্ভের অনুপাত বাড়ানো হয় তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বেশি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে রিজার্ভ আকারে জমা রাখতে হয়। তার ফলে তারা কম পরিমাণ ঋণ দিতে পারবে। তখন সামগ্রিক চাহিদা কমবে। **তৃতীয়ত,** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে জনসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নিতে পারে। জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা কমে গেলে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা কমে গেলে কম পরিমাণ ঋণ সৃষ্টি হবে। তার ফলেও সামগ্রিক চাহিদা কমবে। **চতুর্থত,** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দিতে নিষেধ করতে পারে।

◎ **রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি ঃ** বর্তমানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে আর্থিক পদ্ধতির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আর্থিক পদ্ধতি অপেক্ষা সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। **প্রথমত,** সরকার নিজের ব্যয় কমাতে পারে। আমরা জানি যে সামগ্রিক চাহিদার একটি অংশ সরকারি ব্যয়। কাজেই সরকার যদি নিজের ব্যয় হ্রাস করে তাহলে সামগ্রিক চাহিদা কমবে। সরকারি ব্যয়ের মধ্যে যেগুলি অনাবশ্যক ব্যয় বা অনুৎপাদক ব্যয় সেগুলি কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** সরকারি ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি ব্যয়ের পরিমাণও কমাতে হবে। বেসরকারি ব্যয় কমানোর একটি উপায় করের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নতুন কর স্থাপন করা। অধিক পরিমাণ কর আরোপ করলে যে টাকাটা জনগণ কর আকারে সরকারকে দিচ্ছে সেই টাকাটা তারা ব্যয় করতে পারে না। তার ফলে ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ কমে আসে এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। **তৃতীয়ত,** সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কর বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। যথাসম্ভব করের হার বৃদ্ধি করার পরও জনগণের নিকট বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা থেকে যেতে পারে। সরকার জনসাধারণের কাছে বন্ড বা ঋণপত্র বিক্রি করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে বাড়তি অর্থ জনসাধারণের কাছ থেকে সরকার তুলে নিতে পারে। তার ফলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। অনেক সময় সরকার আয় থেকে ব্যয় বেশি করে এবং নতুন অর্থ সৃষ্টি ক'রে এই ঘাটতি ব্যয় মেটানো হয়ে থাকে। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সরকারের উচিত ঘাটতি ব্যয়কে একেবারেই পরিত্যাগ করা। সম্ভব হলে সরকারের ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বাড়িয়ে বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা উচিত।

চতুর্থত, সরকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পও চালু করতে পারে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে তাদের আয়ের এক অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হয়। মুদ্রাস্ফীতির অবসান ঘটলে এই সঞ্চয় ব্যক্তিকে ফেরৎ দেওয়া হয়। এইভাবে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা কমানো সম্ভব।

◎ **অন্যান্য পদ্ধতি ঃ** আর্থিক পদ্ধতি ও রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতি রয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমেই উৎপাদন বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করতে হয়। যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা না আসে এবং তার আগেই যদি দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়তে থাকে তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। তাছাড়া অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বরাদ্দ ব্যবস্থা বা র‍্যাশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম সরকার বেঁধে দিতে পারে। আবার র‍্যাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকানে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী জনসাধারণের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে। এইভাবে দাম নিয়ন্ত্রণ এবং র‍্যাশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দামস্তর কম রাখা সম্ভব হয়।

এছাড়া মজুরিও নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। দামস্তর যখন বাড়তে থাকে তখন শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে থাকে। অবশেষে মালিককে অধিক মজুরি দিতে বাধ্য হতে হয়। মজুরি বৃদ্ধির ফলে মালিকের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে আবার দ্রব্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। এইভাবে দাম বৃদ্ধি এবং মজুরি বৃদ্ধির একটি দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়। এই দুষ্টচক্র প্রতিরোধ করার জন্য মজুরি বৃদ্ধি সাময়িকভাবে বন্ধ

রাখা যেতে পারে। মজুরির হার এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাতে মজুরি বৃদ্ধির ফলে জিনিসপত্রের দাম না বাড়ে। সর্বোপরি অনেক সময়ে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর ফটকা কারবারের জন্যও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কালোবাজারী এবং চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে আইনগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে চোরাই চালান প্রতিরোধ করে এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মজুত নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি দমন করা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে উপরে যে ব্যবস্থাগুলির কথা বলা হ'ল সেগুলো কম বেশি একত্রে প্রয়োগ করতে হবে। শুধু আর্থিক ব্যবস্থা বা রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করা মুদ্রাস্ফীতি দমনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মুদ্রাস্ফীতিকে অনেক সময়েই বহুমুখী দানব (Hydra-headed Monster) বলে অভিহিত করা হয়। এই দানবের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য নানা দিক থেকে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তবেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

৪.৩. মুদ্রা সংকোচন (Deflation)

মুদ্রা সংকোচন মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুরূপভাবে মুদ্রা সংকোচনের সময়ে দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর ক্রমাগত কমতে থাকে। দামস্তর কমার সাথে সাথে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানও কমতে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি যেমন একটি ভারসাম্যবিহীন প্রক্রিয়া, মুদ্রা সংকোচনও অনুরূপভাবে একটি ভারসাম্যবিহীন প্রক্রিয়া। মুদ্রা সংকোচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রীর দাম, উৎপাদনের উপকরণের দাম এবং উৎপাদন ব্যয় কমতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের মত আমরা মুদ্রা সংকোচনের ব্যবধানও পেতে পারি। আমরা জানি যে পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা যদি সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে সেই বাড়তি চাহিদাকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান। অনুরূপভাবে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা যদি সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা কম হয় তাহলে সেই বাড়তি যোগানকে বলা হয় মুদ্রা সংকোচনের ব্যবধান। কাজেই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের সময়ে বাড়তি চাহিদা থাকে। কিন্তু মুদ্রা সংকোচনের ব্যবধানের সময়ে বাড়তি যোগান থাকে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বাড়তি চাহিদা থাকে কিন্তু বাড়তি চাহিদার ফলে দ্রব্যের যোগান আর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না কারণ পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় দেশের দ্রব্য সামগ্রীর যোগান সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হয়ে পড়ে। কিন্তু মুদ্রা সংকোচনের সময়ে বাড়তি যোগান থাকলে উৎপাদকরা তাদের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার উৎপাদকরা দাম কমিয়েও বেশি বিক্রির চেষ্টা করে। তার ফলে দ্রব্যের দামও হ্রাস পায়।

➤ মুদ্রা সংকোচনের প্রভাব ঃ মুদ্রাস্ফীতির মত মুদ্রা সংকোচনও দেশের উৎপাদন, আয়, বিনিয়োগ এবং আয় বন্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমত, মুদ্রা সংকোচনের ফলে উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের উপর কীরূপ প্রভাব পড়ে সেটি দেখা যাক। মুদ্রা সংকোচনের সময় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হয়। ফলে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য বাজারে উপস্থাপিত করে সেই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বাজারে বিক্রি হয় না। অবিক্রিত দ্রব্য সামগ্রী রয়ে যায়। বেশি বিক্রি করার জন্য উৎপাদকরা একদিকে দ্রব্যের দাম কমিয়ে দেয় অন্যদিকে তারা উৎপাদনও কমিয়ে দেয়। জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পেলে উৎপাদকদের ক্ষতি হতে থাকে। সেজন্য তারা উৎপাদন একেবারে বন্ধ করে না দিলেও উৎপাদন কমিয়ে দেয়। উৎপাদন কমিয়ে দিলে কর্মসংস্থান কমে ও দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের অন্য উপকরণগুলিও কম করে ব্যবহার করা হয়। ফলে উৎপাদনের উপকরণগুলির আয়ও হ্রাস পায়। আয় হ্রাস পাওয়ার জন্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে সামগ্রিক চাহিদা আরও হ্রাস পায়। সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেলে দ্রব্য সামগ্রীর বাজারে আবার বাড়তি যোগান দেখা দেয়। এইভাবে ক্রমাগত দাম কমতে থাকে, মুনাফা কমতে থাকে। উৎপাদন, কর্মনিয়োগ এবং আয়ও কমতে থাকে। এরূপ চলতে থাকলে ক্রমশ দেশ একটি গভীর মন্দাবস্থার সম্মুখীন হয়।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রা সংকোচনের ফলে আয় বন্টনেরও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুদ্রাস্ফীতির সময় যেমন ব্যবসায়ী, উৎপাদক এবং পরিবর্তনশীল আয়ের লোকেদের লাভ হয় এবং স্থির আয়ের লোকেদের ক্ষতি হয়, মুদ্রা সংকোচনের সময় এর বিপরীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুদ্রা সংকোচনের সময় উৎপাদক, ব্যবসায়ী এবং পরিবর্তনশীল আয় বিশিষ্ট লোকেদের ক্ষতি হয়। ঋণ গ্রহীতাদেরও ক্ষতি হয়। অন্যদিকে স্থির আয় বিশিষ্ট লোকেরা মুদ্রা সংকোচনের সময়ে লাভবান হয় কারণ দ্রব্য সামগ্রীর দাম কমলেও তাদের আর্থিক আয় একই থাকে। ঋণদাতাদেরও লাভ হয় মুদ্রা সংকোচনের সময়। কারণ তারা যে পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছিল এখন সেই পরিমাণ অর্থই ফেরত পায় কিন্তু দ্রব্য সামগ্রীর দাম কমে যাওয়ার জন্য সেই পরিমাণ অর্থের প্রকৃত মূল্য এখন বেশি। আবার মুদ্রা সংকোচনের ফলে সরকারের রাজস্বও কমে যেতে পারে কারণ উৎপাদকদের আয় কমে যায় এবং তার ফলে আয়কর এবং উৎপাদন শুল্ক বাবদ কম রাজস্ব আদায় হয়। তার ফলে সরকারের মোট রাজস্ব হ্রাস পায়।

৪.১৩ মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচনের মধ্যে তুলনা (Comparison between Inflation and Deflation)

মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচন উভয়ই ভারসাম্য বিহীন অবস্থা। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দামস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অন্যদিকে মুদ্রা সংকোচনের সময়ে দামস্তর ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। কাজেই অর্থনীতির পক্ষে কোনটিই স্বাভাবিক অবস্থা বা ভারসাম্য অবস্থা নয়। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন। যদি দামস্তর স্থিতিশীল হয় তাহলে উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচন উভয়কেই পরিহার করে স্থায়ী দামস্তর বজায় রাখার চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু যদি এরূপ হয় যে মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রা সংকোচন এই দুটির মধ্যে একটিকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে তাহলে বলা যেতে পারে যে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচনের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতিটিই অপেক্ষাকৃত ভালো। মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় মুদ্রা সংকোচন অধিকতর অনিষ্টকর। নিম্নলিখিত কারণের জন্য মুদ্রা সংকোচনের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়।

প্রথমত, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে প্রথমের দিকে উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশে পূর্ণ নিয়োগ আসার পরেই আর উৎপাদন বৃদ্ধি বা কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় না আসা পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির সময়ে যেমন দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর বাড়ে সেরূপ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানও বাড়ে। কিন্তু মুদ্রা সংকোচনের সময় উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। সুতরাং উৎপাদন এবং কর্ম নিয়োগের দিক থেকে বিচার করতে গেলে মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় মুদ্রা সংকোচন অধিকতর ক্ষতিকারক।

দ্বিতীয়ত, যদি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা সম্ভব হয় অর্থাৎ যদি দেশে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় তাহলে মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময়ে জিনিসপত্রের দাম সামান্যই বাড়ে। উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়তে থাকে। ফলে তারা উৎপাদন এবং কর্ম নিয়োগ বাড়িয়ে দেয়। দেশবাসীদের আয় বাড়ে। তাদের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়ে। এর ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও জনসাধারণ বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে পারে। কিন্তু মুদ্রা সংকোচনের সময় জিনিসপত্রের দাম কমলেও জনসাধারণ দ্রব্য সামগ্রী কিনতে পারে না কারণ দাম কমার সাথে সাথে আয় এবং ক্রয় ক্ষমতাও কমে যায়। সেজন্য মুদ্রা সংকোচনের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি করে বলে একে অন্যায্য বলে অভিহিত করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে আয় এবং সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির এই অশুভ প্রভাবটি আর্থিক পদ্ধতি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। অন্যদিকে মুদ্রা সংকোচনের অশুভ প্রভাবগুলি সহজে দূর করা যায় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলেও মুদ্রা সংকোচনের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি গ্রহণযোগ্য।

চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর্থিক পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হয়। কিন্তু মুদ্রা সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর্থিক পদ্ধতিগুলি ততটা কার্যকরী হয় না। যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাহলে অর্থের পরিমাণ কমিয়ে সুদের হার বৃদ্ধি করে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে দমন করা যেতে পারে। কিন্তু যদি দেশে মন্দাবস্থা দেখা দেয় তাহলে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে সেই মন্দাবস্থাকে দূর করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক কেইনসের মতে মন্দাবস্থার সময়ে যদি অর্থের যোগান বাড়ানো হয় তাহলে সুদের হার কমে না। এরূপ অবস্থাকে নগদ পছন্দের ফাঁদ (Liquidity trap) বলা হয়। এই নগদ পছন্দের ফাঁদ থাকার জন্য অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে সুদের হার কমানো সম্ভব নয় এবং তার ফলে বিনিয়োগ এবং আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এইভাবে আর্থিক পদ্ধতিগুলি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সক্ষম হলেও মুদ্রা সংকোচন প্রতিরোধে সক্ষম নয়। সেইজন্যও মুদ্রা সংকোচনের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি শ্রেয়।

সবশেষে, বলা যেতে পারে যে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করে কিন্তু মুদ্রা সংকোচন অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সাহায্য তো করেই না, বরঞ্চ অর্থনৈতিক অগ্রগতির কাজে বাধা সৃষ্টি করে। যদি দ্রব্য সামগ্রীর দাম ক্রমাগত কমতে থাকে তাহলে উৎপাদকরা অধিক উৎপাদন করতে বা বেশি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। তার ফলে আয় বা কর্মসংস্থান বাড়ে না। এতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে সমগ্র অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করলে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা সংকোচন কোনটিই কাম্য নয় কারণ উভয়েই ভারসাম্যবিহীন অবস্থা। কাজেই মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই অর্থনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে কোন কোন লেখক মনে করেন যে স্বল্পহারে মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রা সংকোচন অপেক্ষা অর্থনীতির উন্নতির পক্ষে সহায়ক। একথা ঠিকই যে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে যেমন কিছু লোক লাভবান হয় তেমনি কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্তও হয়। আবার মুদ্রা সংকোচনের সময়ও কিছু লোক লাভবান হয় এবং কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু লাভক্ষতির তুলনা করলে বোধহয় এটি বলা যেতে পারে যে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সামগ্রিক লাভ মুদ্রা সংকোচনের সময়ের সামগ্রিক লাভ অপেক্ষা বেশি। সুতরাং মুদ্রা সংকোচনের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতিই কাম্য বলে মনে করা হয়।

সারাংশ

1 **মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে ঃ** মুদ্রাস্ফীতি বলতে আমরা একটি অবস্থাকে বুঝি যখন অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রীর দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। দাম যদি খুব বেশি হয় কিন্তু সেই দাম যদি স্থির থাকে তাহলে তাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলব না। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময়ে যে দামবৃদ্ধি ঘটে থাকে সেই দামবৃদ্ধি একটি সাময়িক বা স্বল্পকালীন ঘটনা নয়। এই দামবৃদ্ধি একটি স্থায়ী ঘটনা।

2 **মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ ঃ** বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে আমরা পার্থক্য উল্লেখ করতে পারি।

পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি ঃ পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় যখন দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে বলা হয় পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি। অন্যদিকে পূর্ণ কর্মসংস্থান আসার আগেই যদি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে বলে অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি।

মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি ও দমিত মুদ্রাস্ফীতি ঃ যদি সরকার দামস্তর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন এবং যদি দামস্তর অবাধে বাড়তে পারে তাহলে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে মুক্ত বা অবাধ মুদ্রাস্ফীতি বলে। অন্যদিকে যদি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে সেই অবস্থায় যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে দমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

মৃদু গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রুত গতিবিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতি ঃ যদি দামস্তর মৃদু গতিতে বাড়তে থাকে তাহলে তাকে মৃদু গতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি বলে। অন্যদিকে যদি দামস্তর দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে তাহলে তাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি বলে। তবে মৃদু গতি বা দ্রুতগতির কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ বলা সম্ভব নয়।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঃ দেশে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু